ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

২য় পরিষদের ২৩তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম, মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ	: ০১ আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ ।। ১৭ অক্টোবর ২০২৩খ্রি:
সময়	: বিকাল ৩.০০ ঘটিকা
স্থান	: হল রুম ৬ষ্ঠ তলা, নগর ভবন, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

১.১ পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ৫২নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন খান। সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেন।

১.২ সভার প্রথম অংশে, ডিএনসিসি'র আমন্ত্রণে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এর অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, যুগ্ম পুলিশ কমিশনার, উপ-প্রধান পুলিশ কমিশনারসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে সভাপতি বলেন, ডিএনসিসি'র সাথে পুলিশের বিভিন্ন বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সৃষ্টি করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকার বিভিন্ন স্থান অবৈধ দখল মুক্ত করতে হবে।

জনাব এস এম মেহেদী হাসান, পিপিএম বার, যুগ্মপুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক দক্ষিণ), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সভাকে জানান যে, প্রশাসনিক উদ্দ্যোগে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট আইন প্রয়োগের মাধ্যমে পুলিশ (ক্রাইম), কাউন্সিলরদের সাথে নিয়ে কাজ করলে দক্ষতা বাড়বে।

মিরপুর বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিবি) বলেন, মিরপুর-১০ এ হকার সমস্যাটি দীর্ঘদিনের। মিরপুর-১০ সংলগ্ন গোলচত্বর, হোপের গলি, ফুটপাতসহ আশেপাশের এলাকা হকারমুক্ত করা হলেও তা পুনরায় রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না; সে লক্ষ্যে তিনি স্থানীয় কাউন্সিলর ও ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে নিয়ে এই সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানান।

জনাব মোস্তাক আহমেদ, উপ-পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) তেজগাঁও, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সভাকে জানান যে, ঢাকা মহানগরীতে ট্রাফিক একটি বড় সমস্যা। পুলিশ সবার সাথে সমন্বয় করে কাজ করতে চায়। প্রয়োজনে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের সাথে সমন্বয় করে ঢাকাবাসীর জন্য সুস্থ, সুন্দর ঢাকা গড়ে তুলতে হবে। তিনি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কেন্দ্রিয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ২টি কমিটি করার প্রস্তাব করেন। প্রয়োজনে পুলিশ কমিশনারের সহযোগীতা নেয়ার সুযোগ রয়েছে বলে জানান।

অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ জানান, ডিএনসিসি'র চাহিদা পাওয়া মাত্র পুলিশ ফোর্স সরবরাহ করা হবে। ডিএমপি'র ৪টি ডিভিশনের (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ) এর সাথে ডিএনসিসি সমন্বয় করে কাজ করলে মনিটরিং করতে সুবিধা হবে।

সভাপতি আরো জানান, ঢাকা শহরের বিভিন্ন ফুটপাত বিশেষ করে মিরপুর-১০ গোলচত্বরসহ হোপের গলি হকার মুক্ত করা আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এক সাথে কাজ করে কয়েকটি রাস্তা W.R.I (World Research Institute) এর সহযোগীতায় বিনামূল্যে গবেষনা করে ডিএনসিসি'কে one way করতে সহায়তা

করবে। এই কার্যক্রমে ডিএমপি, ট্রাফিক'কে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। এতে পুলিশের সাথে ডিএনসিসি'র সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে। ডিএনসিসি'র কাউন্সিলর এবং ডিএমপি'র কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে (১টি কেন্দ্রিয় কমিটি ও ১টি উপকমিটি) কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: (১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'কে আহ্বায়ক করে ডিএনসিসি এলাকার আইন-শৃঙ্খলা, ফুটপাত হকার মুক্ত করার নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত ১১ (এগারো) সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রিয় কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ডিএনসিসি	আহ্বায়ক
২.	জনাব মো: ইসহাক মিয়া, কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নম্বর-১৭, ডিএনসিসি (আহ্বায়ক, আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও সন্ত্রাস দমন স্থায়ী কমিটি)	সদস্য
৩.	সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর (নারী), ০২ জন	সদস্য
৪.	ডিএমপি (ক্রাইম) এর ০২ জন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	ডিএমপি (ট্রাফিক) এর ০২ জন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ডিএনসিসি	সদস্য
৭.	নির্বাহী প্রকৌশলী (ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল)	সদস্য
৮.	সচিব, ডিএনসিসি	সদস্য-সচিব

উক্ত কমিটি কাউন্সিলদের সাথে নিয়ে প্রতি মাসে একটি করে সভা করবেন।

(২) ডিএমপি'র আঞ্চলিক ০৪ (চার)টি বিভাগ (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ) সাথে সামঞ্জস্য রেখে ডিএনসিসি'র অঞ্চল পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর এবং আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে আঞ্চলিক নিম্নরূপ উপ-কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১.	সংশ্লিষ্ট সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর	আহ্বায়ক
২.	সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর (নারী)	সদস্য
৩.	ডিএমপি, ক্রাইম এর সংশ্লিষ্ট বিভাগের ০১ জন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	ডিএমপি, ট্রাফিক এর সংশ্লিষ্ট বিভাগের ০১ জন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, ডিএনসিসি	সদস্য-সচিব

বাস্তবায়নঃ সচিব ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, ডিএনসিসি।

১.৩ সভার ২য় অংশে, আমন্ত্রিত অতিথিদের বিদায়ের পর সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন।

এজেন্ডা ভিত্তিক নিম্নরূপ আলোচনা হয়:

আলোচ্যসূচি-১	:	**বিগত কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ।**
আলোচনা	:	আর কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় ২য় পরিষদের ২২তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	২য় পরিষদের ২২তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-২	:	**২য় পরিষদের ২২ তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি।**
আলোচনা	:	বিগত ২০ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ২২ তম কর্পোরেশন সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে আহ্বান জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত	:	বিগত ২০ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ২২ তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। বিভাগীয় প্রধান (সকল)/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৩	:	**"১৯নং ওয়ার্ডস্থিত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর প্রধান কার্যালয় (নগর ভবন) এর সম্মুখস্থ সড়ক নং-৪৬ (আংশিক) এর সৌন্দর্য্য বর্ধণসহ রাস্তা ও ফুটপাতের উন্নয়ন" করণ প্রসংঙ্গে।**
আলোচনা	:	১৯ নং ওয়ার্ডস্থিত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর প্রধান কার্যালয় (নগর ভবন) এর সম্মুখস্থ সড়ক নং-৪৬ (আংশিক) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়ক এবং নগর ভবনে প্রবেশের একমাত্র পথ। উল্লেখ্য, নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রীগণ, বিদেশি দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূতগণসহ দূতাবাসের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত প্রতিনিধিবর্গসহ ভিভিআইপি মর্যাদার দেশি বিদেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ নগর ভবনে যাতায়াত করে থাকেন। এমতাবস্থায়, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ভাবমূর্তির সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নগর ভবনের সম্মুখে অবস্থিত সড়ক নং-৪৬ (আংশিক) রাস্তাটিকে আরও দৃষ্টিনন্দন ও পথচারীবান্ধব হিসেবে উন্নয়ন করা প্রয়োজন। সে উদ্দেশ্যে একটি উন্নয়ন কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। প্রস্তাবিত নক্সা অনুযায়ী কাজটি বাস্তবায়ন পরবর্তীকালের অবস্থা ও বর্তমান অবস্থার একটি তুলনামূলক চিত্র নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ

তুলনার ভিত্তি	বর্তমান অবস্থা	প্রস্তাবিত অবস্থা
লেন সংখ্যা	৪ (চার) লেন	২ (দুই) লেন
ক্যারিজওয়ে	১২ (বারো) মিঃ	৫ ~ ৭ মিঃ
ফুটপাথের প্রশস্থতা	৩ (তিন) মিঃ	৩ (তিন) মিঃ
সাইডওয়াক এর প্রশস্থতা	-	২.৫ ~ ৪ মিঃ
যানবাহন চলাচলের দিক	উভয় দিক চলাচল (বোথ ওয়ে)	এক মুখী চলাচল (ওয়ান ওয়ে)

সুতরাং, ১৯ নং ওয়ার্ডস্থিত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর প্রধান কার্যালয় (নগর ভবন) এর সম্মুখস্থ সড়ক নং-৪৬ (আংশিক) এর সৌন্দর্য্য বর্ধনসহ রাস্তা ও ফুটপাতের উন্নয়ন কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ায় নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য সংবলিত উন্নয়ন কার্যক্রম অনুমোদন করা যেতে পারে-

- ৩ মিটার প্রশস্ত ফুটপাতসহ প্রায় ৪ মিটার প্রশস্ত কাঠ নির্মিত সাইড ওয়ার্কওয়ে নির্মাণ করা প্রয়োজন; যার উপরে আমদানীকৃত উড পালস্টিক কম্পোজিট (WPC) মেটেরিয়াল এর ডেকিং ব্যবহার করা হবে। উল্লেখ্য যে, প্রচলিত দেশি WPC তুলনায় আমদানিকৃত WPC অনেক বেশি টেকসই এবং দীর্ঘদিন উন্মুক্ত পরিবেশে থাকলে সহজে নষ্ট হয়না এবং কাঠের ন্যায় পঁচন ধরে না।
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ভাবমূর্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দুইটি দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্য স্থাপন করা হবে।
- নিরাপত্তার জন্য সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে।
- অত্যাধুনিক সড়ক বাতি স্থাপন করা হবে।
- পথচারীদের বসার জন্য প্রিকাষ্ট ম্যাটেরিয়াল এর তৈরী বেঞ্চ স্থাপন করা হবে।
- ছোট ঘাসের টার্ফ এবং মাঝারি ও বৃহদাকার বৃক্ষ রোপন করা হবে।
- যানবাহনের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য সড়কের উভয় প্রবেশ মুখে গেইট স্থাপন করা হবে।
- পথচারীদের জন্য আধুনিক পাবলিক টয়লেট স্থাপন করা হবে।

পথচারীদের জন্য ফুডকার্ট, ওয়েষ্টবিন, ওয়াইফাই ও চার্জিং এর সুবিধা সংবলিত ডিজিটাল সাইনেজ পাইলন স্থাপন করা হবে।

সিদ্ধান্ত	:	"১৯নং ওয়ার্ডস্থিত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর প্রধান কার্যালয় (নগর ভবন) এর সম্মুখস্থ সড়ক নং-৪৬ (আংশিক) এর সৌন্দর্য্য বর্ধণসহ রাস্তা ও ফুটপাতের উন্নয়ন" করণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	**প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশেন।**

আলোচ্যসূচি-৪	:	**ডিএনসিসি'তে কর্মরত অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ৩৭ জন অদক্ষ শ্রমিক/কর্মীকে দক্ষ শ্রমিক বিবেচনায় দৈনিক মজুরি ৫৭৫/- (পাঁচশত পঁচাত্তর) টাকা হতে ৬০০/- (ছয়শত) টাকায় উন্নীতকরণ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	কমিটির সদস্য-সচিব জনাব নিলুফা আক্তার সভাকে জানান যে, অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির গত ২৯/১২/২০২১ তারিখের সভার সুপারিশ ক্রমে কর্পোরেশন সভায় অনুমোদিত হওয়ায় ডিএনসিসি'তে অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ১৪ (চৌদ্দ) জন শ্রমিক/কর্মীকে দক্ষ শ্রমিক বিবেচনায় মজুরি উন্নীত করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় আরও ৮৫ (পঁচাশি)টি আবেদন পাওয়া যায়। বর্ণিত আবেদনসমূহ যাচাই বাছাই করা এবং ডিএনসিসি'র যে কোন বিভাগের দক্ষ শ্রমিকের মানদন্ড নির্ধারণের নিমিত্ত জনাব ইসহাক মিয়া, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭ কে আহ্বায়ক এবং প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ডিএনসিসি'কে সদস্য-সচিব করে একটি ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট উপ-কমিটি গঠন করা হয়। বর্ণিত কমিটির ৩১/০৫/২০২৩ তারিখে সভার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ: **ক্রম** — **সিদ্ধান্ত** ০১ — ৪নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ছকে উল্লেখিত ৩৭ (সাঁইত্রিশ) জন আবেদনকারীর চাকরিতে যোগদানের তারিখ হতে ০৮ (আট) বছর পূর্তি হওয়ায় এবং বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশের ভিত্তিতে মানদন্ড বিবেচনায় দৈনিক মজুরি ভিত্তিক শ্রমিক/কর্মীকে **"অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি"** র সুপারিশ এবং "কর্পোরেশন সভায়" অনুমোদনক্রমে দৈনিক মজুরি ৫৭৫/- (পাঁচশত পঁচাত্তর) টাকা হতে দক্ষ শ্রমিক/কর্মী বিবেচনা পূর্বক দৈনিক মজুরি ৬০০/- (ছয়শত) টাকায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ০২ — ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিলের **"বেতন পারিশ্রমিক ও ভাতা"** বাজেট খাত হতে উক্ত দৈনিক ভিত্তিক মজুরির ব্যয় নির্বাহের সুপারিশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত	:	'ডিএনসিসি'র যে কোন বিভাগের দক্ষ শ্রমিকের মানদন্ড নির্ধারণ' এর জন্য গঠিত উপ-কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বর্ণিত ৩৭ (সাঁইত্রিশ) জন দৈনিক মজুরি ভিত্তিক শ্রমিক/কর্মীকে দৈনিক মজুরি ৫৭৫/-(পাঁচশত পঁচাত্তর) টাকা হতে দক্ষ শ্রমিক/কর্মী বিবেচনা পূর্বক দৈনিক মজুরি ৬০০/- (ছয়শত) টাকায় উন্নীত করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	**সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।**

আলোচ্যসূচি-৫	:	**মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘর এর বার্ষিক মূল্যায়ন হ্রাসকরণ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সাথে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়সহ প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, উপ-প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব কর্মকর্তা ও কর কর্মকর্তা আলোচনা হয়। আলোচনান্তে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এবং The Municipal Corporations (Taxation) Rules, 1986 এর ১৮ ধারা মতে নথিটি কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপনের জন্য মৌখিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। The Municipal Corporations (Taxation) Rules, 1986 এর ১৮ ধারা নিম্নরূপঃ **Reduction or remission**.-(1) Whenever from the circumstances of any case it appears that the levy of any tax, rate, cess, toll or fee

would produce excessive hardship to any person liable to pay the same, the Municipal Corporation may, at a meeting, reduce the same to the extent of 15 per cent of the assessed amount, and once such deduction has been allowed, no further reduction shall be allowed by the Municipal Corporation on the reduced amount.

উল্লেখ্য যে, মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আসাদুজ্জামান নূর, ট্রাস্টি, মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘর কর্তৃক আলোচ্য ভবনের হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি জানান, মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘর সর্বসাধারণের সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে। সরকার প্রতিবছর বাজেটে একটি থোক বরাদ্দ দিয়ে থাকে। জাদুঘরের আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধা জাদুঘর সাহায্য সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে বিধায় The Municipal Corporations (Taxation) Rules, 1986 এর ১৮ ধারা মতে আর্থিক অসচ্ছলতা বিবেচনাপূর্বক নিম্নরূপভাবে বার্ষিক মূল্যায়ন সংশোধন/পুন: নির্ধারণ করা যেতেঃ

ধার্যকৃত বার্ষিক মূল্যায়ন	= ৯১,৮০,০০০/-
The Municipal Corporations (Taxation) Rules, 1986 ১৮ ধারামতে ১৫% (বাদ)	= ১৩,৭৭,০০০/-
পুন: নির্ধারিত বার্ষিক মূল্যায়ন	= ৭৮,০৩,০০০/- (আটাত্তর লক্ষ তিন হাজার টাকা)
	বলবৎ- ০১/০৭/২০২২খ্রি.

অতএব, The Municipal Corporations (Taxation) Rules, 1986 এর ১৮ ধারা মতে ০১/০৭/২০২২খ্রি. থেকে বার্ষিক মূল্যায়ন ৯১,৮০,০০০/- টাকার পরিবর্তে ৭৮,০৩,০০০/- টাকা পুন: নির্ধারণ করা যায়।

সিদ্ধান্ত	:	The Municipal Corporations (Taxation) Rules, 1986 এর ১৮ধারা মতে ০১/০৭/২০২২খ্রি. থেকে বার্ষিক মূল্যায়ন ৯১,৮০,০০০/- (একানব্বই লক্ষ আশি হাজার) টাকার পরিবর্তে ৭৮,০৩,০০০/- (আটাত্তর লক্ষ তিন হাজার) টাকা পুন:নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	**প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।**

আলোচ্যসূচি-৬	:	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ওয়ার্ড সমূহ হতে গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান (ভ্যান সার্ভিস) নিবন্ধনের TOR সংশোধনপূর্বক পুনরায় নিবন্ধন প্রক্রিয়ার কার্যক্রম গ্রহণ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ওয়ার্ড সমূহ হতে গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান (ভ্যান সার্ভিস) নিবন্ধনের TOR সংশোধনপূর্বক পুনরায় নিবন্ধন প্রক্রিয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়:

সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ওয়ার্ডসমূহ হতে গৃহস্থালীর বর্জ্য সংগ্রহের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান (ভ্যান সার্ভিস) নিবন্ধন সংক্রান্ত গঠিত মূল্যায়ণ কমিটির সভার কার্যবিবরণীর সুপারিশ।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ওয়ার্ড সমূহ হতে গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান (ভ্যান সার্ভিস) নিবন্ধনের TOR সংশোধনপূর্বক পুনরায় নিবন্ধন প্রক্রিয়ার কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ করা হলো।

		মন্তব্যঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ওয়ার্ডসমূহ হতে গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান (ভ্যান সার্ভিস) নিবন্ধন সংক্রান্ত গঠিত আবেদনপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার কার্যবিবরণী নিম্নরূপঃ গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান (ভ্যান সার্ভিস) নিবন্ধনের আবেদনপত্রের মূলকপি ০৭ ফেব্রুয়ারি-২০২৩ হতে ০২ মার্চ-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে ২৬৪টি আগ্রহী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন ফরম সংগ্রহ করেন। তন্মোধ্যে ৮৩টি আগ্রহী প্রতিষ্ঠান আবেদনপত্রের পূরণকৃত মূলকপি ০৫ মার্চ-২০২৩ হতে ১২ মার্চ-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে উপ-প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার দপ্তরে "মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন" এর অনুকূলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকার (৬৭ টি প্রতিষ্ঠান) এবং ৬,০০,০০০ (ছয় লক্ষ) টাকার (১৬টি প্রতিষ্ঠান) পে-অর্ডারসহ (ফেরতযোগ্য) জমা প্রদান করেন। জমাকৃত ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকার (৬৭টি) এবং ৬,০০,০০০ (ছয় লক্ষ) টাকার (১৬টি) পে-অর্ডারের সঠিকতা যাচাই করা হয়েছে। পে-অর্ডার সমূহ সঠিক আছে মর্মে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে লিখিত মতামত পাওয়া গিয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, ৮৩ টি আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের মধ্য হতে ৬২ টি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সাধারন কাউন্সিলর মহোদয়ের নিকট থেকে আবেদনপত্রে সংযুক্ত ছক ০১ মোতাবেক প্রত্যয়নপত্রসহ আবেদনপত্র জমা প্রদান করেন। সভার সদস্য-সচিব দাখিলকৃত আবেদনপত্রসমূহ (সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদিসহ) সকল সম্মানিত সদস্যদের নিকট উপস্থাপন করেন। ৫০টি ওয়ার্ডে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের আবেদন পাওয়া যায় এবং বাকী ০৪(চার) টি ওয়ার্ড ৪২, ৪৩, ৪৪ এবং ৪৬ এ কোন আবেদনপত্র দাখিল করেনি। জনাব আ, ন, ম তরিকুল ইসলাম, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা বলেন যে, গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান (ভ্যান সার্ভিস) নিবন্ধনের আবেদনপত্রের (TOR) এর প্যারা ১৮ মোতাবেক মূল্যায়ন করা সম্ভব নয় । তাই বর্ণিত TOR সংশোধন করা প্রয়োজন এবং নূন্যতম পাশ মার্ক নির্ধারণ করা প্রয়োজন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিভিল সার্কেল (পুর), জনাব খন্দকার মাহাবুব আলম, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন। গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহের সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান (ভ্যান সার্ভিস) নিবন্ধনের আবেদনপত্রের TOR সংশোধনপূর্বক পূণঃমূল্যায়নের প্রক্রিয়া গ্রহণ করার জন্য সভায় উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান (ভ্যান সার্ভিস) নিবন্ধনের আবেদনপত্রের TOR সংশোধন পূর্বক পূণঃমূল্যায়নের প্রক্রিয়া গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	**প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশেন।**

২.০ **বিবিধ:**

জনাব মো: সলিমউল্লাহ্ (সলু), সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নম্বর-২৯ সভাকে জানান যে, অঞ্চল-০৬ এ জন্ম নিবন্ধন করতে সাধারণ নাগরিকদের অনেক বেগ পোহাতে হয়। বিভিন্ন ধরনের কাগজপত্র দাখিল করতে হয়, যা অমূলক। জন্ম নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ করা উচিত।

জনাব সৈয়দ হাসান নূর ইসলাম, সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড-৩২ সভাকে জানান যে, জন্ম নিবন্ধন কাজে ২টি করে কম্পিউটার প্রয়োজন (একটি কাউন্সিলর আর একটি ওয়ার্ড সচিবদের)। কারণ OTP (Register) কাউন্সিলরের মোবাইল নাম্বারে আসে। কাউন্সিলর মহোদয় অনুমোদন প্রদান করলে (Assistant Register) ওয়ার্ড সচিবদের কাছে চলে যায়। তাই জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম সহজীকরণ করার জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে ২টি করে কম্পিউটার প্রয়োজন।

জনাব দেওয়ান আবদুল মান্নান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১১ সভাকে জানন যে, ওয়ার্ড পর্যায়ে a2i এর মাধ্যমে ডিজিটাল সেন্টার করা হয়েছে। যেখানে একজন পুরুষ ও একজন নারী উদ্যোক্তা দেওয়া হয় এবং একটি করে কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে সেই কম্পিউটার বিকল হয়ে গিয়েছে। একটি মাত্র কম্পিউটার দিয়ে জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব না।

জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫৪ সভাকে জানান যে, উত্তরা ৮ নং সেক্টরে রাত ৮.০০ টায় মেইনগেট বন্ধ হয়ে যায়।

জনাব হাসিনা বারী, সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর-০১ সভাকে জানান যে, নারীদের সব কিছুতে সমান ভূমিকা পালন করতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যেখানে ফুটবল ও ক্রিকেটে পুরুষের চ্যাম্পিয়ন প্রাইজ মানি ১৫,০০,০০০ (পনের লক্ষ) টাকা। যেখানে নারীদের ভলিবল খেলায় চ্যাম্পিয়ন প্রাইজ মানি ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা। এ প্রাইজ মানি অন্য খেলার প্রাইজ মানির অনুরূপ ১৫,০০,০০০ (পনের লক্ষ) টাকা করার অনুরোধ করেন।

মাননীয় মেয়র সভাকে জানান যে, ঢাকা মহানগরে স্কুল ভিত্তিক খেলা হবে। আমরা আমাদের আসল লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। এলাকা থেকে খেলোয়াড় আসছে না। কমিটি প্রতিবেদন দিবেন কিভাবে খেলা পরিচালনা করা যায়।

জনাব মোহাম্মদ শরীফুর রহমান, ওয়ার্ড নম্বর ৫১ সভাকে জানান যে, ওয়ার্ড নম্বর ৫১ এলাকায় এলইডি লাইট বন্ধ হয়ে যায় এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম বলেন, ডিএনসিসি'র সোলার লাইট গুলো রেখে বাকি যে গুলো নষ্ট হয়ে গেছে সে গুলো নিজস্ব অর্থায়নে সংস্কার করতে হবে।

জনাব আবুল কাশেম মোল্লা (আকাশ), সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৮, সভাকে জানান যে, আমার এলাকার পরিচ্ছন্নতা কর্মী ৬ (ছয়) জন অবসর গ্রহণ করেছেন। আউটসোসিং স্টাফ ৩ (তিন) মাস যাবত নাই এছাড়া, ময়লার গাড়ী নাই। আঞ্চলিক কার্যালয়ে পর্যাপ্ত ময়লার গাড়ী বরাদ্দ দেওয়া জন্য অনুরোধ করেন। অবকাঠামো এবং অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। এলাকার কমিউনিটি সেন্টারটি সংস্কার প্রয়োজন, জিমনেসিয়াম, লাইব্রেরী ও শিশু পার্ক প্রয়োজন।

জনাব মো: সাখাওয়াত হোসেন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৩, সভাকে জানান যে জলাবদ্ধতায় এলাকা বাসীর নাকাল অবস্থা। প্রতি বছর পাইপ লাইন পরিস্কার করতে হয়। সাকার মেশিনে কোন কাজ হয় না।

মাননীয় মেয়র সভাকে জানান যে, তালতলা মার্কেট মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। যে কোন সময় দূর্ঘটনা হতে পারে। তাই সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে এ ব্যাপারে কাজ করতে হবে।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিভিল সার্কেল, জনাব খন্দকার মাহাবুব আলম সভাকে জানান যে, প্রস্তাবিত ড্রেনেজ সার্কেল এখনো সাংগঠনিক কাঠামোতে অনুমোদিত হয়নি। দুই বছর হলো খাল গুলো আমাদের দায়িত্বে এসেছে।

মাননীয় মেয়র সভাকে জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর Concept প্রতিটি ওয়ার্ডে ১টি (এক) করে ওয়ার্ড কমপ্লেক্স থাকবে। এক জায়গায় সব নাগরিক সেবা পাওয়া যাবে। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ ডিএনসিসি'র যে সকল পার্ক ও খেলার মাঠে বখাটে লোকের মাদক/আড্ডা কার্যক্রম হয় তা অতিদ্রুত উচ্ছেদ করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

জনাব মো: আলী আকবর, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড-৪৮ সভাকে জানান যে, শিশু কিশোরদের খেলার মাঠের জায়গা করতে হবে।

জনাব মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন, সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড-২ সভাকে জানান যে, কমিউনিটি সেন্টারের পাশে হাউজিংয়ের ৮ (আট) কাঠা জমি ফাঁকা আছে। সেখানে ওয়ার্ড কমপ্লেক্স করা যেতে পারে।

মাননীয় মেয়র সভাকে জানান যে, ডিএনসিসি'র নতুন এলাকা নাসির নগরে ল্যান্ডফিল্ডের জন্য জায়গা কিনতে হবে।

জনাব সালেক মোল্লা, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড-১৫, সভাকে জানান যে, তার ওয়ার্ডটি আয়তনে বড় হওয়ায় এক জায়গায় ঝাড়ু দিয়ে পুনরায় সেই জায়গায় ঝাড়ু দিতে ফিরে আসতে ১৫ দিন সময় লাগে। তাই এ ওয়ার্ডে পরিচ্ছন্নতাকর্মীর সংখ্যা বাড়াতে হবে।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিভিল সার্কেল, খন্দকার মাহাবুব আলম সভাকে জানান যে, ডিএনসিসি'র ১৫ নং ওয়ার্ডে উন্নয়ন বাবদ ৩০ (ত্রিশ কোটি) টাকার কাজ চলমান রয়েছে এবং আরও ৩০ (ত্রিশ কোটি) টাকার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

জনাব রোকসানা আলম, সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড-১২ সভাকে জানান যে, দূর্গা পুজায় ১০টি মন্দিরে ডিএনসিসি'র অনুদান দিলে ডিএনসিসি'র প্রচারনা আরও বাড়বে।

মাননীয় মেয়র শহীদ পার্কের অরিজিনাল ডিজাইনে কোন ব্যতয় হয়েছে কি-না তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানানোর জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিভিল সার্কেল, খন্দকার মাহাবুব আলম'কে নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩.১ **সিদ্ধান্ত:**

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১.	(ক) প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে কম্পিউটার, স্ক্যানার, প্রিন্টার, মাসভিত্তিক ওয়াইফাই সংযোগ বাবদ মোট ১,২৫,০০০/- (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা এবং মাসিক ইন্টারনেট খরচ বাবদ ২,৫০০ টাকা করে বছরে মোট (২৫০০ X ১২)=৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকাসহ সর্বমোট ১,৫৫,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার) টাকা এককালিন প্রদান করতে হবে। (খ) জন্ম নিবন্ধন কাজে সহায়তা করার জন্য প্রতিটি ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণের অনুকুলে প্রতি মাসে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা প্রদান করতে হবে।	অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি, ডিএনসিসি। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ডিএনসিসি।
২.	খিলগাঁও, তালতলা মার্কেট মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে যে কোন সময় ভেঙ্গে পড়তে পারে এবং বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই তালতলা মার্কেটে অভিযান পরিচালনা করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কাউন্সিলর, ডিএনসিসি। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ডিএনসিসি। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৩, ডিএনসিসি।
৩.	উত্তরা ৮ নং সেক্টরে রাত ৮.০০ টায় মেইনগেট বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পুরো উত্তরায় জ্যাম বেধেঁ যায়। এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কাউন্সিলর, ডিএনসিসি। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ডিএনসিসি।
৪.	ভলিবল ও ক্রিকেট খেলায় চ্যাম্পিয়ন মহিলা দলকে ১৫,০০,০০০/- (পনের লক্ষ) টাকা প্রাইজমানি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা।

আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আতিকুল ইসলাম
মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ও
সভাপতি
কর্পোরেশন সভা

নং: ৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.২৬৩.২০-৮৩০

তারিখ: ২৭ কার্তিক ১৪৩০
১২ নভেম্বর ২০২৩

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২. পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।
৩. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৪. সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং ...../সংরক্ষিত আসন নং ....., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৪. বিভাগীয় প্রধান (সকল), ... ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল ..... ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সচিব দপ্তরে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৬. মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৭. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৮. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৯. প্রকল্প পরিচালক, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১০. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ডিএনসিসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১. নির্বাহী প্রকৌশলী, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১২. কর কর্মকর্তা, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৩. সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ..... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৪. সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৫. সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২, সাধারণ প্রশাসন শাখা ও প্রশিক্ষণ কোষ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৬. অফিস কপি।

১২/১১/২০২৩

মোহাম্মদ মাসুদ আলম ছিদ্দিক
সচিব (যুগ্ম সচিব)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।